

শাদ্দেয় রায়হান ভাই এবং জামিনুল বামার সাহেবকে

অনন্ত

ananta@inbox.com

২৭-০৯-০৬

আমার মনে হয়, এবার "রূপক" নিয়ে আলোচনাটি গুটিয়ে ফেলার সময় এসেছে। রায়হান ভাই আমার দ্বিতীয় লেখার জবাবে এরই মধ্যে আমার উদ্দেশ্যে দুতিনটি জবাব সহ প্রশ্ন পাঠিয়েছেন এবং বাসার সাহেবও একটি জবাব পাঠিয়েছেন। আন্তরিক ধন্যবাদ উঁনাদেরকে। কিন্তু উত্তরে কিছু বলার জন্য আমি সময় মতো জবাব দিতে পারছি না। বারে বারে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি এখন চেষ্টা করবো বিষয়টির সমাপ্তি টানার।

রায়হানভাই'এর দ্বিতীয় লেখা (Ananta_Bijoy-2) থেকেই শুরু করছি। এই লেখাটির তথ্যগুলো মনে হয় আপনি বাসার সাহেবকে আমার পাঠানো জবাব থেকে গ্রহণ করেছেন। যা হোক, হয়তো আপনার নাম উল্লেখ করার কারণে আপনি প্রথম যে পয়েন্টটি উল্লেখ করেছেন, এর জবাবে বলতে হয়, আপনি বাইবেল থেকে পৃথিবীর আকার-ঘূর্ণন সম্পর্কিত যে সকল তথ্য দিচ্ছেন তা ভুল বা সত্যি, লজিক্যাল বা ইল্‌লজিক্যাল আমি সেটা বলতেছি না। আমি শুধু বাসার সাহেবকে স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছি, হিব্রু ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনূদিত বাইবেল পাঠ করলে যদি বাইবেলকে বোঝা যায়, মর্মার্থ উদ্ধার করা যায় তাহলে তো, স্বাভাবিক ভাবেই আরবী ভাষা থেকে বাংলা বা ইংরেজীতে অনূদিত কোরান শরীফ পাঠ করলে বুঝতে পারার কথা। আরবী ভাষা তো আর এই দুনিয়ার বাইরের কারো ভাষা নয়। পৃথিবীর একটি বিরাট অংশের লোক এই ভাষায় কথা বলেন, এবং আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত একটি ভাষা। আশা করি আপনি বিষয়টি বুঝতে পারছেন। তবে একটি কথা, কোন একসময় কোরান বা হাদিসের সমালোচনা করেছেন বলে এখন যে পক্ষে বলতে হবে সেটা তো লজিক্যাল নয়। তবে আমি মনে করি কোরান বা ইসলামে যা নেই, তা ইসলামের নামে চালানো হলে এর সমালোচনা অবশ্যই করতে হবে এবং এও মনে করি সব সময় অনবরত একতরফা ভাবে কোরান, হাদিস, ইসলামের সমালোচনা করে লাভ নেই। যে বিষয়গুলো (অন্যান্য যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা, ইত্যাদি) বর্তমান মানব প্রজাতির প্রগতির অন্তরায় সেইসবকটিরই সমালোচনা করতে হবে এবং উত্তরণের পথ বের করে আনতে হবে।

দ্বিতীয় পয়েন্ট নিয়ে বলতে হচ্ছে, আপনার বক্তব্যের সঙ্গে মোটামুটি আমি একমত। তবে আমি মনে করি ছোট খাটো প্রশংসাতো সবারই করা যায়। এই দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষেরই অবশ্যই কোন না কোন ভাল গুণাবলী রয়েছে (হয়তো সবার সব সময় নজরে আসে না)। এখানে আমি আপত্তির কিছু দেখছি না। কিন্তু তাই বলে, কারোও প্রশংসা করতে গিয়ে যদি একদম মহা-মহা পুরুষ বানিয়ে দেওয়া হয়, বানিয়ে দেওয়া হয় দুনিয়ার একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব, জুড়ে দেওয়া হয় অলৌকিক কেচ্ছা কাহিনী ; তখন কিন্তু মনে ঠিকই সংশয় জাগে। সত্য জানতে ইচ্ছা করে। এবং সত্য জানতে গিয়ে যখন দেখা যায়, প্রশংসিত বাক্যের অনেকগুলিই বোগাস, তখন সমালোচনা তো এমনিতেই চলে আসে। তাই আবশ্যিকভাবে প্রশংসারও লিমিট থাকা দরকার। এবং সমালোচনারও অথেন্টিসিটি থাকা উচিত।

আপনার তৃতীয় ও চতুর্থ পয়েন্ট -এর সাথে আমি একমত। পঞ্চম পয়েন্টটি প্রায় প্রথম পয়েন্টের উত্তরের মতো। আমি বলতে চেয়েছি, কোথাও কিল (Kill) শব্দটি থাকলে অনুবাদ করার কারণে সেটি কিস

(Kiss) হয়ে যাবে না। কারণ দুটিই পরস্পরবিরোধী শব্দ। এখন কোন অনুবাদক কখনো যদি ইচ্ছেকৃতভাবে এই ধরনের পরিবর্তন করে থাকেন, তাহলে অন্য কথা। কিন্তু সাধারণত এই ধরনের ভুল করেন না বলেই আমি মনে করি, এবং এই নিয়ে কোন বিতর্ক আমার নজরে আসে নি।

ষষ্ঠ পয়েন্ট নিয়ে আবার একই বক্তব্য বলতে হয়। আমার মনে হচ্ছে, "কোরান না কারণ" হিসেবে বাসার সাহেবের লেখা আরবী ভাষা না জানার প্রেক্ষিতে দেয়া আমার লজিকগুলো আপনি ঠিক মতো ধরতে পারেন নাই। যাই হোক, গীতাঞ্জলী, ইলয়ড, ওডিসি ইত্যাদি গ্রন্থগুলি যদি অনুবাদ করলে মর্মার্থ উদ্ধার করা যায় তাহলে কোরান অনুবাদ করলেতো কোরানের মর্মার্থ উদ্ধার করা যাবে। তাই না? আর ভুল ধরতে চাইলে তো এই সকল কাব্য, উপন্যাস ইত্যাদির ভুল বেরা করা যাবে। কেন এই সকল কাব্য, উপন্যাস সমূহের কী সমালোচনা লেখা হচ্ছে না পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়? তখন কী অনুবাদের কারণে সমালোচনা করা যাবে না বলে তো কেউ দোহাই দিচ্ছে? বাংলা ভাষায় কী বিদেশী বিখ্যাত উপন্যাস সমূহের সমালোচনা লেখা হয় না? হয়তোবা ধর্মগ্রন্থগুলি পড়তে গিয়ে অনেক ধর্মালম্বীরা **আবেগ, ভয়ভীতি, পবিত্র মনোভাব, প্রখর বিশ্বাস** ইত্যাদি নিয়ে পাঠ করেন, তাই অনেকের ভুলগুলো নজরে আসে না। আর আসলেও এড়িয়ে যান। তবে হ্যাঁ। ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে অনেকেই (ধর্মবিশ্বাসীরা) নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চান, যেটি উপন্যাস, কাব্য পড়ে করেন না। এইটুকুই যা তফাৎ।

সপ্তম পয়েন্ট সহ বাকিগুলো সব গুলো পয়েন্ট নিয়ে এখানে তেমন বলতে চাচ্ছি না, কারণ এ বিষয়ে আরেকটি বিস্তারিতভাবে লেখা তৈরি করতে চাচ্ছি। এতটুকুই বলতে চাই, আমার কোন বক্তব্যই যতই লজিক্যাল বা ইল্লজিক্যাল হোক না কেন পাঠক আপনারা সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করবেন না। আমি আমার বক্তব্য প্রদান করার ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব সূত্র উল্লেখ করে থাকি, তাই আপনারা সরাসরি কোন বক্তব্য গ্রহণ না করে সূত্রগুলো মিলিয়ে নেবেন আগে এবং নিজের বুদ্ধি, বিবেচনা দিয়ে তারপর গ্রহণ বা বর্জন করবেন। এবং সবশেষে রায়হান ভাই যে প্রশ্নটি করেছেন, তা হয়তো কষ্ট করে যদি উক্ত বাক্যের পরের লাইনটি পড়ে নিলে এই প্রশ্নকরতেন না বলে আমার মনে হয়। যাই হোক আমি আবার গোটা বাক্যটি উল্লেখ করছি। আমি প্রথমে লিখেছিলাম "কোরানের সবটুকুই আল্লাহর বাণী না হযরত মোহাম্মদ আরো কয়েকজনের সহায়তায় এটি সংকলিত করেছেন, এই প্রশ্নে আমি যাচ্ছি না।" এবং সাথে সাথে এও লিখেছিলাম "তৎকালীন আরবজাতির রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট, মোহাম্মদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা সবাই কম-বেশী জানি।" এই বাক্যটি হয়তো রায়হান ভাই ইচ্ছেকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে খেয়াল করেন নি। যাই হোক, আরবজাতির ইতিহাস, মোহাম্মদের ইতিহাস কম বেশি জানলে এবং কোরান শরীফ পাঠ করলেই তো স্পষ্টই বোঝা যায় কোরান হযরত মোহাম্মদের রচনা। এবং এই কোরান শরীফ যে অনেকের সহায়তায় সংকলিত তা জানা যায় এই ইতিহাস থেকে। কারণ হযরত মোহাম্মদ জীবিত থাকা কালীন কোন কোরান শরীফ রচিত হয় নি, বরং এই সকল আয়াত গুলো একদিনেও আসেনি। প্রায় ২৩ বছর ধরে বিভিন্ন সময় নানা পরিস্থিতিতে "ওহী" নাজিল হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া এই আয়াতগুলো আবার কেউ ধারাবাহিক ভাবে কেউ লিখে রাখেননি। বরং পাথরের গায়ে, হাড়ে, গাছের পাতায়, ইত্যাদি স্থানে সংরক্ষিত করে রাখতেন, কেউবা আবার মুখস্ত করে রাখতেন। এবং মোহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ২১বছর পর হযরত ওসমান কতৃক রাষ্ট্রীয় ভাবে এই কোরান শরীফ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এখন বলেনতো, আপনি কী মাত্র একবছর আগের কোন কিছু হুবহু মুখস্ত বলতে পারবেন?? বাকি ২০ বছর না হয় বাদ দিলাম। খোলা মনে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আর পাথরের হাড়ে, গাছের পাতায় লিখে রাখলে তা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য যে এগুলোর কোনটাই নষ্ট হয় নি?? হযরত আবু বকরের কোরান নিয়ে তো হাফসার (রসুল পত্নী) সাথে হযরত

ওসমানের একটা দ্বন্দ্ব ছিলই কোরানের প্রথম প্রকাশনার সময় থেকেই। এবং কোরান নিয়ে এই ধরনের বিতর্ক কোরানের রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা কাল থেকেই ছিল, এটা নতুন কিছু নয় (এ নিয়ে শীঘ্রই বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে আছে)। আর আপনি বললেন যে, "কোরান ছাড়া যে সকল সোর্স আছে, সেগুলো শুধু যে অনেক পরে সংকলন করা হয়েছে তা-ই নয় সেগুলো নিয়ে মুসলিমদের মধ্যেই যথেষ্ট বাগ-বিতণ্ডা এবং মতপার্থক্য মধ্যে আছে।" বুঝতে পারলাম না, কৌশলে কেন আপনি কোরানকে বিতর্কের মধ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। আপনি কি কোরানের ইতিহাস জানেন না, নাকি জেনেও অস্বীকার করলেন?? আমার বিশ্বাস, আপনি কোরানের ইতিহাস জানেন!!

আর আমার দ্বিতীয় চিঠির জবাবে আপনার পাঠানো প্রথম জবাবের প্রেক্ষিতে কি লিখব ভেবে পাচ্ছি না। আপনার দেয়াই উদাহরণ ৩:৭ এর আয়াত এর প্রথম লাইন দিয়ে অভিজিৎদা, আকাশ মালিক ভাই কে দেখাতে চাইলেন কোরানের অনেক কিছু লিটারাল নয়, রূপক অর্থে আছে। এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, যুলকারনায়েন সম্পর্কে লজিক্যাল ব্যাখ্যা আপনি দিয়েছেন। অথচ আমার প্রশ্ন ছিল এই (যতই লজিক্যাল হোক না কেন) ধরনের ব্যাখ্যাটি ৩:৭ এর আয়াতের দৃষ্টিতে সত্য হবে কি? মানে ৩:৭ মানা হবে নাকি আপনার সেই বক্তব্য? যেগুলিকে(স্বর্গ, নরক, যুলকারনায়েন ইত্যাদি) একবার রূপক হিসেবে বলতেছেন এই ৩:৭ এর আলোকে, আবার একই রূপকেরও লজিক্যাল ব্যাখ্যা দিতে চাচ্ছেন, এই ধরনের কাজের মানে কি বুঝতে পারি না। এ নিয়ে জামিলুল বাসার সাহেব কেও দেখলাম ৩:৭ আয়াত এর দুটি ভিন্ন অনুবাদ নিয়ে এসে আমাকে দেখাতে চাইলেন, এই আয়াতের "এসব (রূপক) বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না"- এই লাইন নিয়ে নাকি ভিন্নমত আছে? ৩:৭ নং আয়াতের প্রথম লাইন নিয়ে ভিন্নমত নাই, শেষের লাইন নিয়ে ভিন্নমত নাই, আছে শুধু মাঝের লাইন নিয়ে। হা! হা!কারণটা কী? ঠিক আছে, এ সব আপনাদের ইচ্ছে। কোন আয়াতের এক লাইন গ্রহন করুন, এক লাইন বাদ দিন কোনো অসুবিধা নাই। আমারও বলার কিছু নাই।

আচ্ছা, আজ এ পর্যন্তই। আপনার বাকি বক্তব্যের জবাবে কিছু বলতে চাচ্ছি না। তবে আপনার কোরান পড়ে যে ধারণাগুলি হয়েছে, সেটি পড়ে আমার খুব ভালো লাগলো। আপনার অনুভূতি স্পষ্ট ভাষায় বলে ফেলেছেন, এমনটি সবাই বলতে পারে না। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং সেই সাথে শ্রদ্ধেয় জামিলুল বাসার সাহেবকে। আপনাদের লেখা পড়ে অনেক কিছু নতুন করে শিখতে পারছি, জানতে পারছি। ভালো থাকুন আপনারা সবাই। আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।